"মিষ্টি বাচ্চারা - ২১ জন্মের জন্য পূণ্যের খাতা জমা করতে হবে, যোগবলের দ্বারা পাপের খাতাকে ভষ্মীভূত করতে হবে, সেইজন্য অন্তর্মুখী হও"

*প্রশ্নঃ - কোন্ শ্রীমৎ-কে পালন করলে বাণীর ঊর্ধ্বে যাওয়ার পুরুষার্থ সহজ হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - শ্রীমৎ বলে -- বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হয়ে যাও, বাইরে (মুখে) কিছুই ব'লো না। এই শ্রীমৎ পালন করলে তখন সহজেই বাণীর ঊর্ধ্বে যেতে পারবে। যত স্মরণ করবে, স্বদর্শন চক্র ঘোরাবে, ততই উপার্জন জমা হতে থাকবে। স্মরণের জন্য অমৃতবেলার সময় অতি উত্তম। সেইসময় উঠে অন্তর্মুখী হয়ে আত্ম স্বরূপে স্থির হয়ে বসে যাও।

*গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করলে ঘুমিয়ে, দিবস কাটালে খেয়ে....

ওম্ শান্তি। এ'কথা কে বোঝায় যে অন্তর্মুখী হয়ে যাও, মুখে কিছুই ব'লো না। নিজের আত্মার স্বরূপে স্থির হয়ে বোসো। বাবা বাচ্চাদের বলেন মুখ দ্বারা কিছুই বলো না। রাম-রাম ইত্যাদি তো অনেক বলে এসেছো কিন্তু সেই বলায় মানুষ পবিত্র হতে পারে না। মানুষ অপবিত্র থেকে পবিত্র তখনই হতে পারে যখন পতিত-পাবন বাবার শ্রীমতানুসারে চলে। পতিত-পাবন বললেই বাবা স্মরণে আসেন। বাবা বলেন যে তোমরা অবশ্যই পতিত ছিলে, তাই না ! এখন তোমরা পবিত্র হতে চলেছো। সত্যযুগে কোনো পতিত থাকে না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন ভারত পবিত্র ছিল তখন একটিই ধর্ম ছিল। বাবা তো সুখের সৃষ্টিই রচনা করবেন, তাই না ! ভারত সুখধাম ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা ইত্যাদির মন্দির হলো সত্যযুগ-ত্রেতার নিদর্শন। সত্যযুগে অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (রাজত্ব) ছিল। এই ভারতই ছিল যেখানে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয়দের রাজ্য চলতো, এখন পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। একেই বলা হয়ে থাকে ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি। তা মানুষেই তো জানবে। মানুষ যদি না জানে তখন জানোয়ারের থেকেও খারাপ বলা হয়ে থাকে। বাবাকে জানার জন্য কত ধাক্কা খেতে থাকে কিন্তু জানতে পারে না। তোমরা বাবার সন্তান হয়েছো, তাই বাবা আপন পরিচয় দেন। প্রথমে পরিচয় ছিল না, সেইজন্য এর পরিণাম কি হয়েছিল? অরফ্যান (অনাথ), নাস্তিক, নির্ধন হয়ে যায়। এখন তোমরা বাবার হয়েছো, বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো। এ হলো অতি উচ্চ উত্তরাধিকার, ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের রাজধানী প্রাপ্ত হয়, কোনো কম কথা কি ? পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছেন। পুনরায় হিস্ট্রি রিপিট হয়।

বাবা বোঝান -- আমার শ্রীমতে চলো, অন্তর্মুখী হও, বাহ্যমুখী হয়ো না। এখন এইসময়ে হলো গভীর অন্ধকার, একে রাত বলা হয়ে থাকে। এখন সকাল হতে চলেছে। কলিযুগের অন্তকে ঘন অন্ধকার, সত্য যুগের আদিকে সকাল বলা হয়ে থাকে। বাবা বলেন -- আমি আসিই সঙ্গমে যখন সকল মানুষ পতিত হয়ে যায়। বাচ্চারা এখন তোমাদের সদাকালের জন্য সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিতে এসেছি। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকেই গেছে, সামান্যই রয়েছে..... সেইজন্য এখন অতি শীঘ্র পুরুষার্থ করে অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার নাও, যেমন সকলেই গ্রহণ করছে। সকলেই হলো পুরুষার্থী। এখন সকলকেই সুইট হোম, বাণীর ঊর্ধ্বে যেতে হবে। ওটা হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর, নির্বাণধাম। ধামে (ঘরে) তো কেবল একজন থাকে না। যত জীব আত্মারা রয়েছে.... তারা সকলেই শরীর ত্যাগ করে যাবে আপন ঘরে বাবার কাছে। ওটা হলো নিরাকারী বৃক্ষ। চিত্রতেও যেমন কল্প বৃক্ষ কে দেখানো হয়। সেটা আমাদের আত্মাদের নিকেতন - শান্তিধাম। তারপর আমরা আসবো সুখধামে। এখন ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়, কলিযুগের পরে সত্যযুগ অবশ্যই আসবে, তাই না! দ্বাপরের পরে কলিযুগ অবশ্যই আসবে তাই না! বাবা বলেন - আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই পুরানো দুনিয়াতে থাকতে হবে। যতক্ষণ না নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরানো বাড়িতেই থাকতে হয় তাই না? তারপরে যখন নতুন হয়ে যায়, তখন পুরানোকে ভেঙে দেওয়া হয়। এই দুনিয়াও তো পুরানো তাইনা। এর বিনাশের জন্যই এ হলো মহাভারতের যুদ্ধ। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আত্মাই বুঝতে পারে - জাগতিক জ্ঞানও আত্মা-ই শেখে, তাইনা। আত্মা বলে আমি প্রিন্সিপাল, আমি সার্জেন। আত্মার নলেজ না থাকার কারণে দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। আত্মা-ই সংস্কার ধারণ করে নিয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, শিববাবা আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। আমরা আত্মারা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে পুনরায় নতুন ধারণ করবো। এখন আমরা শ্যাম পরে সুন্দর হবো। সুন্দর থেকে শ্যাম হয়। তার জন্য ৮৪ জন্ম লেগে যায়। পরে শিববাবা কাম চিতার থেকে নীচে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসিয়ে দেন,

গোল্ডেন এজ অর্থাৎ স্বর্ণ যুগের মালিক বানিয়ে দেন। অসীম জগতের বাবা নিশ্চয়ই অসীমিত বর্সা দেবেন তাইনা। শিব বাবা তো হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। শিববাবা বলেন আত্মা রূপী বাচ্চাদের জন্য বৈকুন্ঠের উপহার এনেছি। হাতে করে স্বর্গ এনেছি। সেকেন্ডে তোমরা সাক্ষাৎকার করে নাও। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীর সংখ্যাও অনেক । অবশ্যই ব্রহ্মার সন্তান এবং শিববাবার নাতি নাতনী। তোমরা বলো আমরা শিববাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। উনি হলেন সর্বজনের সদগতি দাতা। রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করেন। নিরাকার কীভাবে শেখাবেন, তাই অর্গ্যান্স দ্বারা (দেহের আধার নিয়ে) পড়ান। সৃষ্টি চক্রের নলেজ প্রদান করেন। তাঁকেই পরম আত্মা, সুপ্রিম সোল বলা হয়, সর্ব মহিমা হল কেবল তাঁরই। জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন হলেন তিনি, তাঁকে তো তাই অবশ্যই আসতেই হয়। তোমাদেরকেও মাস্টার সুপ্রিম বা পাবন (পবিত্র) বানিয়ে দেন। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা যাঁকে সকল ভক্তরা আহবান করে। সকল ভক্তের পিতা তিনি, তিনি হলেন ভগবান - পরমপিতা পরমাত্মা। যদি তাঁকে সর্বব্যাপী বলা হয় তবে বর্সা প্রাপ্ত হবে কীভাবে? মানুষকে ভগবান বলা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকেও দৈবী গুণধারী মানুষ বলা হয়, উনি হলেন ফার্স্ট প্রিন্স। সবাই তাকে দোলনায় বসিয়ে দোলায়। শিববাবাকে কখনই দোলায় না, কারণ বাবা কখনও শিশু হনই না। এইসব তো সাক্ষাৎকার করানো হয় বোঝানোর জন্য যে - আমি তোমাদের সন্তান, তোমরা আমাকে উত্তরাধিকারী বানাবে, আমার কাছে সমর্পিত হবে তো আমিও বলিহার যাবো। বলি আর হলে যেন আমিও তোমাদের সন্তান হয়ে যাই।

মানুষের অনেক অন্ধ শ্রদ্ধা থাকে যেখানে সেখানে মাথা নোয়াতে থাকে, একেই বলে পুতুল পূজা করা। নবরাত্রিতে অনেক পুতুল তৈরি করে। তাদের অক্যুপেশান কেউ জানে না। ৪ - ৬ ভুজাধারী দেবী কখনও হয় নাকি, তার উপরে আবার হাতে তলোয়ার দিয়ে দেয়। দেবতারা হিংসক তো হয় না। শাস্ত্রবাদীরা তাদেরকেও হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। নেপালেও কালী পূজা হয় কিন্তু এইরকম তো হয় না। মাম্মা এমন কালো জীভধারী তো একেবারেই নন। মানুষ তো হলো মানুষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী। অন্য কোনো জিনিস নয়, তাহলে ৮ - ১০ ভুজাধারীরা আসবে কোথা থেকে! এইসবই ভক্তি মার্গের অলঙ্কার বানিয়ে দিয়েছে। অর্থ উপার্জনের জন্য কিছু তো চাই, তাইনা। তারপরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের চিত্র বসে বানিয়েছে। কোথাও দেখো সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, কোথাও আবার শ্যাম বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। কারণ তো চাই, তাইনা। কতখানি অন্ধ শ্রদ্ধা আছে! এখন ভক্তি মার্গ শেষ হয়ে জ্ঞানমার্গ জিন্দাবাদ হয়। যদিও সময় খুব অল্প বাকি আছে, সবারই মৃত্যু হবে অবশ্যই। পুত্র পৌত্র উত্তরাধিকারী হওয়ার নেই। সেখানে তোমাদের এই জ্ঞান থাকবে না যে সঙ্গমে আমরা রাজত্ব প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করেছিলাম। সেখানে তো পবিত্র সৃষ্টি চলমান থাকে। এখানে তোমরা জানো যে অবশ্যই আমরা বাবার রাজধানীর অধিকারী। সেখানে এই জ্ঞান থাকবে না যে আমরা কি কি কর্ম করেছিলাম, কীভাবে এমন স্বরূপধারী হয়েছি - এইসব কথা বিস্মৃত হয়ে যায়। সেখানে কেউ পতিত হয়-ই না যে, পবিত্র হওয়ার জন্য গুরুর দরকার পড়বে। শিববাবা বাচ্চাদের পা ধুইয়ে দিয়ে তাদেরকে সিংহাসনে বসান। গুরু চাই সদগতির জন্য। সেখানে তো সদাই সদগতি থাকে। গুরুর দরকার নেই। শিববাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ-অভিমানে থেকো না। আমি আত্মা এখন ডাক্তারের রূপে আছি, আমি আত্মা ম্যাজিস্ট্রেট, তারপরে এই দেহ ত্যাগের পরে জানিনা কি হবো? আমরা আত্মারা এই দেহের আধার নিয়ে পড়াশোনা করি। আত্মাই এই অর্গ্যান্স গুলির দ্বারা পড়াশোনা করে, আত্মাই শোনে- এইসবই বোঝার মতো কথা, কোনো প্রাচীন কাহিনী নয়।

শিববাবা বলেন এই সম্পূর্ণ দুনিয়া কবরখানা হবে। এখন জেগে ওঠো, নাহলে কলিযুগ রূপী দুনিয়ায় আগুন লাগলে সেই সময় হায় হায় করবে, কিন্তু কিছুই করতে পারবে না, কাল গ্রাস করবে, ত্রাহি-ত্রাহি করতে থাকবে। অনেক দন্ড ভোগও করতে হবে। এখন আমাদের পাপের খাতা ভস্ম করে পূণ্যের খাতায় জমা করতে হবে। নতুন করে ২১ জন্মের জন্য জমা করতে হবে। জমা হবে শিববাবাকে স্মরণ করলে। পুরানো খাতা শোধ হয়ে যাওয়া উচিত। এই জ্ঞান কতখানি সহজ ! রোজ তোমাদের অনেক উপার্জন হয়! যে যত স্মরণ করে, স্ব দর্শন চক্র ঘোরাবে, সে অগাধ উপার্জন করতে থাকে, অপরিসীম। সেখানে কোনও গুনতি হয় কি! এখন কুঁড়ে ঘরে বসে আছো পরে মহলে বসবে। তফাৎ তো হলো তাইনা - কুঁড়ে ঘর আর মহলে। ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপনা হয়ে যাবে তখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। বর্তমান সময়েরই কথা। রাজধানীর স্থাপনা হয়ে যাবে তখন যে যত পুরুষার্থ করে থাকবে তা -ই থাকবে তারপরে বিনাশ হয়ে যাবে, তাই এখন গাফিলতি করা উচিত নয়। ভোরবেলায় উঠে স্মরণে বসা উচিত। যত স্মরণের চার্ট রাখবে ততই ভালো আর তাতেই ততখানি উঁচু পদের অধিকারী হবে। শিববাবার গলার হার হবে। হৃদয় দর্পণে দেখতে হবে যে আমি যোগ্য হয়েছি কি - লক্ষ্মীকে বরণ করার জন্য ? আমরা কি বাবা-মাম্মার মতন সার্ভিস করি? হরেক রকমের ফুল রয়েছে । এ'হলো বাগানের মালিক বাবার হিউম্যান গার্ডেন। বাবা বলবেন - দেখো, কুমারকা, মনোহর কত ভালো ভালো ফুল! এ'হল রতন জ্যোত ফুল। বাবা এই বাগান দেখে তারপর ওই বাগানে গিয়ে ফুল গুলিকে দেখেন। বাগানের মালিক নিরীক্ষণ করেন ফুল

গুলিকে, তাই বাচ্চাদেরও ফলো করা উচিত - নম্বর ওয়ান, টু ফুল কে কে ? এই রকম হতে হবে । ২১ জন্মের জন্য রাজ্য পদের অধিকারী হওয়া কোনও কম কথা নয়! অগাধ সুখ রয়েছে । বিশ্বের মালিক হতে হবে। এ'হল স্কুল। ওই জাগতিক পড়াশোনার সাথে এই আত্মিক পড়াশোনাও করো। টিচারদের সর্বদা ভালো ম্যানার্স থাকে। অনেস্ট হয় তারা। স্কুলে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। সেখানে ব্যারিস্টারি পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। এখানে তোমরা রাজার রাজা হওয়ার জন্য পড়াশোনা করো। সন্ন্যাসীরা তো বলে দেয় ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। ব্যস্, খেলা শেষ। অসীম জগতের বাবা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান - বাচ্চারা, এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো। তোমরা অনেক সার্ভিস করতে পারো।

সেখানেও এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে । এও হল গডলি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। তোমরা বাচ্চারা হলে রাজঋষি। তারা তো ঘর দুয়ার ত্যাগ করে দেয়। তোমরা তো ঘরে থেকে সম্পূর্ণ দুনিয়াকে ত্যাগ করো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন নতুন দুনিয়া রয়েছে, যা বাবা স্বয়ং রচনা করেন, তাই শিব বাবা বলেন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই রুহানী (আত্মিক) কলেজ বা হসপিটালও হলো অনেক বিশাল, যার দ্বারা তোমরা এভার হেলদী, এভার ওয়েলদি হও। ঘরে-ঘরে তোমরা এই হসপিটাল বা কলেজ খুলতে পারো, এতে খরচ কিছুই হয় না। শুধুমাত্র তিন পায়ের মতন পৃথিবী চাই। আচ্ছা!

মাতা-পিতা বাপদাদার মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুডমর্নিং। আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সকাল-সকাল উঠে স্মরণে অবশ্যই বসতে হবে, এতে গাফিলতি করবে না। পূণ্যের খাতা জমা করতে হবে।

২) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে ভালো ম্যানার্স ধারণ করতে হবে। আধ্যাত্মিক (রুহানী) পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে। অন্তর্মুখী হয়ে থাকতে হবে।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বকে জেনে তাকে কাজে লাগিয়ে সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

ড্রামার নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গমযুগে প্রতিটি ব্রাহ্মণ আত্মার কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । সে যদি মালার শেষ দানাও হও, তার মধ্যেও কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে । তাই ব্রাহ্মণ জন্মের ভাগ্যের বিশেষত্বকে চেনো এবং কাজে লাগাও। একটি বিশেষত্ব কাজে লাগালে আরও বিশেষত্ব স্বতঃতই আসতে থাকবে, একের পাশে বিন্দু লাগাতে লাগাতে সর্ব বিশেষত্ব সম্পন্ন হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- মন্মনাভব মন্ত্রের স্মৃতি সর্বদা থাকলে মনের বিভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করা বন্ধ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;